দৈনিক সংবাদ

তারিখ 18 NOV 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

উত্তরা ঃ শিক্ষার নামে ব্যবসা যেখানে রমরমা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

উত্তরা আধুনিক শহরে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষা বিস্তারের নামে এসব প্রতিষ্ঠান ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। শিক্ষা বোর্ডের 'কারিকুলাম' কিংবা 'সরকারি কোন নিয়মনীতিই প্রতিষ্ঠানগুলো মানছে না। নিম্নমানের শিক্ষা ব্যবস্থায় হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন বিপন্ন

উত্তরা ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৮

উত্তরা ঃ শিক্ষার নামে ব্যবসা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হচ্ছে; বঞ্চিত হচ্ছে সুশিক্ষার সুযোগ থেকে। অথচ এসবের প্রতি সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এই সুযোগে স্কুল নামের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো একচেটিয়া ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

জানা যায়, উত্তরা এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি ফি, মাসিক বেতন এবং অন্যান্য 'চার্জ' অন্যান্য এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু শিক্ষার মান খুবই নিম্ন। পেশাগত শিক্ষকের সংখ্যাও নগণ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গৃহিণীদের পার্টটাইম নিয়োগ দিয়ে কোনমতে ক্লাসের কাজ চালানো হচ্ছে। এ অবস্থা উত্তরা এলাকার অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই পরিলক্ষিত হয়।

সিটি কর্পোরেশন সূত্রে জানা যায়, উত্তরা এলাকায় সরকারি কোন স্কুল বা কলেজ নেই। তবে বেসরকারি বিশ্ব-বিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, আইন কলেজ, মহিলা কলেজসহ ৩টি ডিগ্রি কলেজ, উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং প্রায় অর্ধশত কিন্ডার গার্টেন রয়েছে। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রমে ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক সকলেই উদ্বিগ্ন।

অভিভাবকদের মতে, বিগত কয়েক বছর উত্তরার স্কুল ও কলেজ থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে ৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রীও উন্নতমানের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তির সুযোগ পায়নি। অধিকাংশই উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অভিভাবকরা আরো জানান, এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বারবার অভিযোগ করা সত্ত্বেও মন্ত্রণালয় কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

অভিভাবকরা জানান, অধিকাংশ কিন্ডার গার্টেনে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা দেয়ার নাম করে ছাত্র ভর্তি করানো হয়। এজন্য অতিরিক্ত ফিও নেয়া হয়। কিন্তু পরে দেখা যায় বাংলা মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এসব কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে কোন কোন অভিভাবক বিভিন্ন ধরনের হয়রানির শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। অভিভাবকগণ এ ব্যাপারে সরকারি হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।